সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৭তম বর্ষ ■ ৯ম-১০ম সংখ্যা ■ পৌষ-মাঘ ১৪২১ ■ ৪ পৃষ্ঠা

কৃষকদের সহায়তা আমাদের জাতীয় কর্তব্য : বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, তথ্য অফিসার (পিপি), কৃষি তথ্য সার্ভিস

১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ শনিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পুরস্কৃতদের অভিনন্দন জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন আগামী দিনের কৃষিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিজয়ীগণ আরও উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত হবেন এবং তা অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে। ফলশ্রুতিতে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি। পদক বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের দায়িত্ব পাওয়ার পর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে রাসায়নিক সার, সেচ, জ্বালানি তেল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করার জন্য কৃষিতে বিপুল উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নত

(৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক এবং কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ বিজয়ীরা

দেশে খাদ্য উৎপাদনে যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে -কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী ও সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদনে যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে। খাদ্য উৎপাদনের এ সাফল্যকে টেকসই রূপ দিতে হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ বুধবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মিলনায়তনে 'ব্রি বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০১৩-২০১৪' এর উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সরকারের সাফল্য তুলে ধরে জানান, কৃষকদের মাত্র দশ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দেয়ায় গ্রামে এখন আর 'মহাজন' খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বল্পমেয়াদি, উচ্চ ফলনশীল এবং পানি সাশ্রয়ী জাত উদ্ভাবনের প্রতি বিজ্ঞানীদের

(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কক্সবাজারে কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন

– জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, ডিকেআই প্রকল্প, কৃতসা,কক্সবাজার

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন, এমপি এর নেতৃত্বে কমিটির সম্মানিত সদস্যরা গত ৩ ডিসেম্বর কক্সবাজার জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঝিরংঝা হর্টিকালচার সেন্টার ও মাশুরুম সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে বিকালে রামু হর্টিকালচার সেন্টার (নারিকেল বাগান) পরিদর্শন করেন ও নারিকেল গাছের চারা রোপণ করেন। এরপর হর্টিকালচার সেন্টারের সম্মেলন কক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উভয় সেন্টারের কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শন শেষে ৪/১২/২০১৪ সকালে জেলার চকরিয়া উপজেলার পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের" ফুল প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে কক্সবাজার ত্যাগ করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে জনাব মো. ইউনুসুর রহমান-এর যোগদান

জনাব মো. ইউনুসুর রহমান গত ০৭-০১-১৫ তারিখে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় হিসেবে যোগদান করেছেন। ইতঃপূর্বে তিনি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

(৩য় পৃষ্ঠা ৩য় কলাম)

কৃষি সচিব মহোদয়ের গাজীপুরে বিএআরআই এবং ব্রি পরিদর্শন

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মওলা, বেতার কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস

২৪ জানুয়ারি, ২০১৫ কৃষি সচিব মো. ইউনুসুর রহমান, গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) পরিদর্শন ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিএআরআইর মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল এবং ব্রির

৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

যশোরে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ অনুজ কুমার বিশ্বাস,আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস

গত ২-৪ ডিসেম্বর যশোর টাউন হল ময়দানে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বীজ উইং এর মহাপরিচালক জনাব আনোয়ার ফারুক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. নাছিরউদ্দিন খান, অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর, ড. হুমায়ুন কবির, জেলা প্রশাসক, যশোর ও ইউএসএইড-এআইআরএন এর চিফ অফ পার্টি Mr. Maral Trecy। কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান, কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান,

(৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফসলের রোগ শনাক্তকরণের অত্যাধুনিক ক্লিনিকের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–এম এম আব্দুর রাজ্জাক,আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার,কৃতসা,খুলনা

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলের কৃষক, কৃষিবিদ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বর্গের জন্য ফসলের রোগ শনাক্তকরণে অত্যাধুনিক ক্লিনিক স্থাপিত হচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত ২০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর একাডেমিক ভবনের ইউ আর পি গ্যালারিতে উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্প - হেকেফ এর আওতায় এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের উদ্যোগে উদ্ভিদের রোগ ক্লিনিক ও রোগ শনাক্তকরণ শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. ফায়েক উজ্জামান এ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ও উদ্বোধন করেন। এগ্রোটেক ডিসিপ্লিনের প্রধান ড. মো: মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন। প্রধান অতিথি বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফসলের রোগবালাই দমনের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। রোগ, পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তা এ ক্লিনিকের মাধ্যমে সফলতা লাভ করবে। তিনি এ নব স্থাপিত ক্লিনিকের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যলয়ে স্থাপিত প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিকটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় প্রথম। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও নড়াইলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও এনজিও'র ৮০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি গবেষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. মীর্জা হাছানুজ্জামান এর Gi BAS-TWAS অ্যাওয়ার্ড অর্জন

কৃষি ও জীববিজ্ঞান গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মীর্জা হাছানুজ্জামান দি ওয়ার্ল্ড একাডেমী অব সাইন্সেস এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সাইন্স ইয়াং সাইন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছেন। ইতালীভিত্তিক বিজ্ঞান সংস্থা দি ওয়ার্ল্ড একাডেমী অব সাইন্সেস (TWAS) এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী (BAS) যৌথভাবে তার পুরস্কার লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অচিরেই উপরোক্ত সংস্থা দু'টি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে ড. মীর্জা হাছানুজ্জামান কে একটি স্বর্ণপদক, দু'টি সংস্থার পক্ষ থেকে আলাদাভাবে সার্টিফিকেট এবং প্রাইজ মানি প্রদান করবে। তার এই অনন্য অর্জনের জন্য শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর শাদাত উল্লা, প্রোভিসি, ট্রেজারারসহ সকলেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ড. মীর্জা হাছানুজ্জামান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বাড়ীখলা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

টংগ্যা, রাঙ্গামাটি কর্তৃক মিশ্র ফল বাগান স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

–তপন কুমার পাল, আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি অঞ্চল

Development Resource Centre (DRC) Project, টংগ্যা কর্তৃক 'মিশ্র ফল বাগান আবাদ কৌশল, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ ২১ ডিসেম্বর টংগ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের চংড়াছড়ি পাড়া ও বালুখালী ইউনিয়নের সাপমারা পাহাড় পাড়ার ১৫ জন অংশগ্রহণ করেন। ICCO Cooperation এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণে মিশ্র ফল বাগান স্থাপন, বাগানের বিভিন্ন পরিচর্যা ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কৃষি তথ্য সার্ভিস ও হর্টিকালচার সেন্টারের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

এন এ টি পি প্রকল্পের বাৎসরিক কর্মশালা

–নাসরিন নাহিদ, যশোর

সম্প্রতি এন এ টি পি প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত আওতায় যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর তিনটি অঞ্চলের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এর ওপর যশোর উপপরিচালকের প্রশিক্ষণ কক্ষে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. খসরু মিয়া, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর। কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক ড. খালেদ কামাল, এনএটিপি। তিনি উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আগামী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের প্রকল্পের ভূমিকা উল্লেখ করেন। কর্মশালায় তিনটি অঞ্চলের শস্য উৎপাদনে এনএটিপি প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর জেলা ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. নাসির উদ্দিন খান, এডি, যশোর অঞ্চল যশোর, শেখ হেমায়েত হোসেন, এডি, ডিএই খুলনা অঞ্চল, খুলনা, ড. মো. জহুরুল ইসলাম, সিএসও আরএআরএস, যশোর। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন নিত্য রঞ্জন বিশ্বাস, উপপরিচালক, ডিএই, যশোর। অনুষ্ঠানে তিনটি অঞ্চলের জেলা উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা , বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্মকর্তা ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বরিশালে 'গুড এগ্রিকালচারাল প্রাকটিস এ্যান্ড ক্রপ জোনিং' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–নাহিদ বিন রফিক, টিপি, কৃতসা,বরিশাল

ইন্টিগ্রেডেট এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট আয়োজিত 'গুড এগ্রিকালচারাল প্রাকটিস অ্যান্ড ক্রপ জোনিং' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কৃষি কর্মশালা গত ২৮ নভেম্বর বরিশাল নগরীর খামারবাড়িস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. একেএম মিজানুর রহমান'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডিএই বরিশাল'র উপপরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই ঝালকাঠির উপপরিচালক আবদুল আজিজ ফরাজী। পটুয়াখালীর উপপরিচালক অশোক কুমার শর্মা, প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. আরিফ হোসেন, আইএপিপি, বরিশালের জেলা সমন্বয়কারী মো. রাশেদ হাসনাত প্রমুখ। কর্মশালায় এলাকাভিত্তিক শস্য উৎপাদনের আবাদ কৌশল সম্পর্কে পর্যালোচনা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে ডিএই'র সাথে কৃষি কম্পোনেন্ট'র সমন্বয়ের পাশাপাশি কাজের অগ্রগতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি ও বরগুনার উপজেলা কৃষি অফিসার এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাসহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৩ অক্টোবর ২০১৪ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষ, বনরূপা, রাঙ্গামাটিতে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় এক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ছবি হরিদাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মো. তোফাজ্জল হোসেন। ওই কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সারোয়ারী মেহেদী মোবারক এবং কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ রমনী কান্তি চাকমা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) জেলাভিত্তিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ, রাঙ্গামাটির উপপরিচালক কৃষিবিদ আলতাবুর রহমান, খাগড়াছড়ির উপপরিচালক কৃষিবিদ যুগল পদ দে, বান্দরবানের উপপরিচালক কৃষিবিদ প্রণব ভট্টাচার্যসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্য কর্মকর্তারা, হর্টিকালচার সেন্টারগুলো সহকারী উদ্যানতত্ত্ববিদ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কর্মকর্তা, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটির প্রশিক্ষক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রকল্প অফিস, রাঙ্গামাটির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।

বাকৃবিতে শীতকালীন সবজি চাষ প্রতিযোগিতা ২০১৪-১৫ এর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

-মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, এআইসিও, কৃতসা, ময়মনসিংহ

১৮ নভেম্বর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাষি মিলনায়তনে বাউএক অন্তর্ভুক্ত সমিতি ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শীতকালীন শাকসবজি চাষ প্রতিযোগিতা/২০১৪-১৫ কর্মসূচির ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

বাউএকের পরিচালক প্রফেসর ড. শাহনাজ পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি (ভারপ্রাপ্ত) ও ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. জহিরুল হক খন্দকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষিই বাংলাদেশের সাফল্য আনতে পারে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উ দ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তি কৃষকদের মধ্যে সম্প্রসারণ করে আসছে বাউএক। তারই ধারাবাহিকতার একটি অংশ হলো শীতকালীন শাকসবজি চাষ প্রতিযোগিতা। কৃষকের মধ্যে প্রযুক্তি বিস্তারে কাজ করে যাচ্ছে বাউএক, এজন্য বাউএকের পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে শীত সবজি চাষ ছাড়াও অন্যান্য ফসলের আবাদসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে বাউএক।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বলেন, ধান চাষের পাশাপাশি অন্যান্য দানাজাতীয় ফসল ও সবজি চাষের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। উৎপাদন খরচ কম হয় ও উৎপাদন বেশি হয় এমন ফসলের আবাদ বাড়াতে হবে। সবজি ও ফল আমাদের দেশের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যম তাই তিনি উপস্থিত সবাইকে সবজি ও বিভিন্ন ফলের চাষ বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে বাউএক সমিতিভুক্ত কৃষক-কৃষাণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবজি চারা ও সার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ সুভাষ চন্দ্র দেবনাথ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. এনামুল হক সরকার, সহকারী পরিচালক, বাউএক।

যশোরে আন্তর্জাতিক কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী মেলা অনুষ্ঠিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি তার বক্তৃতায় বলেন, ইঁদুরের সমস্যা দীর্ঘদিনের। পূর্বে যেমন ছিল, এখনও আছে। তাই এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং অংশীদারিত্ব। তিনি আরও বলেন, ইঁদুর নিধন করা যাবে না, ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান। অনুষ্ঠানে ইঁদুর নিধনে সফলতার জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে কৃষি সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কৃষকসহ শতাধিক উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় তিনদিনব্যাপী কৃষি ও প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ মো. আবদুর রাজ্জাক,আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, খুলনা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ বলেছেন, 'কৃষিক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গত ২৯ নভেম্বর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদম্য বাংলা চত্বরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা জেলা আয়োজিত এনএটিপি প্রকল্পের আওতায় তিন দিনব্যাপী জেলা কৃষি ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনকালে ধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে প্রধান অতিথি বলেন, খুলনা উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি অনেকটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তা অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই কৃষি প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। তিনি কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রতি এ অঞ্চলের উপযোগী ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের আহ্বান জানান এবং দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পাশাপাশি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। খুলনা জেলা প্রশাসক মো. আনিস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক শেখ হেমায়েত হোসেন ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রোটেক ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ড. মনিরুল ইসলাম। আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মেলার উদ্বোধন করেন। এবারের মেলায় ডিএই'র বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রদর্শন, এআইএসের বিভিন্ন কার্যক্রম প্রদর্শনসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৪০টি স্টল অংশগ্রহণ করে । শাহজাহান কবীর। যাত্রা পথে ব্রি'র ডিজি উঠোন পরিবেশে বেশ ক'জন চাষির সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি ধানের আবাদজনিত সমস্যা সমাধানে তাদের পরামর্শ দেন। এর আগে তিনি ব্রিধান ৫২'র শস্য কর্তনে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে ২৮ নভেম্বর বরগুনার আমতলীতে অনুরূপ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর'র উপ পরিচালক অশোক কুমার হাওলাদার। এতে ব্রি, ডিএই এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস'র বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাসহ স্থানীয় দু'শতাধিক যুব কৃষাণ-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলায় কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৪ অনুষ্ঠিত

–মো. এমদাদুল হক,এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর

গত ৩০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ হতে রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি প্রাঙ্গণে ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি) ও ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (এনএটিপি) প্রকল্পের অর্থায়নে ৪ দিনব্যাপী রংপুর জেলা কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। মেলার শুভ উদ্বোধন করেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আলহাজ্ব শরফুদ্দিন আহম্মেদ ঝন্টু। উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের যুগ্ম পরিচালক কৃষিবিদ মো. আসাদুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. জুলফিকার হায়দর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র বলেন, প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট হারে আবাদি জমি কমছে কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে উর্ধ্বগতিতে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীকে খাওয়াতে হলে বেশি বেশি উৎপাদন ছাড়া উপায় নাই। আর উৎপাদন বাড়াতে দরকার নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি এবং মাঠ পর্যায়ে তার যথাযথ ব্যবহার। এছাড়া তিনি কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্যে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সাধুবাদ জানান। টানা চার দিনব্যাপী মেলায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন প্রযুক্তির জীবন্ত নমুনা উপস্থাপন করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহায়তায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কৃষিবিষয়ক ডকু-ড্রামা প্রদর্শন করা হয়। মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আনোয়ারুর আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্তি পরিচালক কৃষিবিদ ফিরোয আহমদ ও উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আলী আজম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. জুলফিকার হায়দর। সমাপনী অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারী ৩১টি প্রতিষ্ঠান, সেরা পণ্যের জন্য ২১টি ও ৩জন কুইজ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইং পরিচালকের শেরপুরে মাঠ পরিদর্শন

– কাজী গোলাম মাহবুব, এআইসিও, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ পীযূষ কান্তি সরকার ৯ নভেম্বর ২০১৪ শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় রোপা আমন ধানের মাঠ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি নকলা, নালিতাবাড়ী ও ঝিনাইগাতী উপজেলার রোপা আমন ধানক্ষেতে বিশেষ করে বর্তমানে বহুল আলোচিত বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ হয়েছে কিনা তা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেন। এতে শুধু ঝিনাইগাতি উপজেলায় অল্প কয়েকটি জমিতে বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ হয়েছিল এমন কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে সেগুলোতেও উপজেলা কৃষি অফিসের সহায়তায় দমন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কৃষক জানান। অন্য কোন উপজেলায় এ পোকা বা অন্য কোন ক্ষতিকারক পোকার কোন লক্ষণ পাওয়া যায়নি। তবে জেলার উপজেলা কৃষি অফিস এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। উল্লেখ্য, শেরপুর জেলায় মোট ৯০,৬৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান আবাদ করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে জনাব মো. ইউনুসুর রহমান -এর যোগদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জনাব মো. ইউনুসুর রহমান বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮২ (বিশেষ) ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে প্রথম সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) যুগ্ম সচিব, মৌলভীবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার জেলা প্রশাসক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিপিএটিসি) পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্ম জীবনে এসে চাকুরির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাসহ ফ্রান্সের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং অস্ট্রেলিয়ার সাউদার্ন ক্রোস বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি খুলনা বিভাগের 'বিভাগীয় কমিশনার' এর দায়িত্ব পালনকালে অন্য একজন লেখকসহ "খুলনা বিভাগের ইতিহাস" শীর্ষক পুস্তক রচনা করেছেন।–বিজ্ঞপ্তি

কক্সবাজার জেলায় আমন ও সবজি চাষে সাফল্য

– লিয়াজোঁ অফিসার, কৃতসা, কক্সবাজার

গত চার বছর কক্সবাজার জেলায় ধান এবং সবজি চাষে ব্যাপক সাফল্য লক্ষ্য করা গেছে। জেলার ৮ উপজেলায় আমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭২ হাজার ২৭৫ হেক্টর। চাষ করা হয়েছে ৭৭ হাজার ৬৬৫ হেক্টর জমিতে। আমনে বাড়তি ৫ হাজার ৩৯০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এ বছর হাইব্রিড ধানের চাষ করা হয়েছে ৬০ হেক্টর, উফশী ধানের চাষ হয়েছে ৭৯ হাজার ৫৫৫ হেক্টর ও স্থানীয় জাতের মাত্র ৬ হাজার ৫০ হেক্টর। আমন ফলনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১ লাখ ৯১ হাজার ৬৫০ টন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সবাই মনে করেন এ বছরও ফলন বেড়ে ২ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে। সবজির ক্ষেত্রে ও কক্সবাজারের কৃষক-কৃষাণী অনেক এগিয়ে কারণ, এখানে প্রচুর পর্যটকের আগমন হয়। তাই তাদের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্যে মৌসুমে বাড়তি সবজি চাষের আগ্রহ বেড়ে যায়। এ বছর কক্সবাজার জেলায় শীতকালীন সবজি, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১১ হাজার ৬৬৩ হেক্টর। এর মধ্যে সবজি ৮ হাজার ৬১৩ হেক্টর, মরিচ ২ হাজার ৭৬২ হেক্টর, পেঁয়াজ ৫৪ হেক্টর ও রসুন ৩১ হেক্টর।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কক্সবাজার আশা করেন আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছরও আমনে বাম্পার ফলন হবে।

কৃষকদের সহায়তা আমাদের জাতীয় কর্তব্য: বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জাত ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা সহায়তা প্রদান, ই-কৃষির প্রবর্তন, কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে জনবল বৃদ্ধি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনেও দেশ অনেক দূর এগিয়েছে বলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। বর্তমান সরকারের কৃষিতে দেয়া ভুর্তকিকে 'কৃষিতে বিনিয়োগ' হিসেবে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন 'কৃষকদের সহায়তা আমাদের জাতীয় কর্তব্য'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশসম্মত চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমানো, জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো, পার্চিং, গুটি ইউরিয়া, এডব্লিউডি, ফেরোমোন ফাঁদ, সুষম সারের ব্যবহার, সেচ কাজে পানির অপচয় কমানো ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার, দেশীয় পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ, ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষসহ আধুনিক লাগসই প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি সেচ নির্ভর বোরো ফসলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আউশ ও আমন চাষ বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। শিক্ষিত হয়ে কৃষিকাজকে অবহেলার চোখে না দেখে আরও উদ্যোগী হয়ে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান। গ্রাম ও কৃষি আমাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। তাই একে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, কৃষিকে বাদ দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়- এ সত্য উপলব্ধি করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কৃষিতে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি বিষয়ক কাজে উৎসাহ প্রদান, ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান এবং কৃষকদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সব রকমের সহায়তা প্রদানের ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। (৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কৃষিতে সুষম সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনাসহ নিরাপদ চাষাবাদ বৃদ্ধির ফলে ফসলের রোগবালাই কম হচ্ছে এবং রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহারও কমে গেছে বলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান। কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী জানান, আগামী দিনের কৃষি হবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে টেকসই করার কৃষি, খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর এবং আধুনিক পদ্ধতির উন্নত কৃষি। এ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার বিজয়ীদের আরো উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিত করবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।

মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, জাতির জনকের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে জননেত্রী শেখ হাসিনার কৃষকবান্ধব সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার কৃষিতে আরো উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে সরকারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষিখাতকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার অভীষ্ট লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে বলে উল্লেখ করেন। কৃষি সচিব জানান, সরকার প্রদত্ত এ পুরস্কার নিবেদিতপ্রাণ কৃষক, কৃষিকর্মী, গবেষক, বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কৃষি উন্নয়নের কাজে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। কৃষি উন্নয়নের মোট ১০টি ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য এ পদক প্রদান করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। কৃষিক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে ভূষিত করছে। কৃষি খাতে অসামান্য অবদানের জন্য চলতি বছর ৩০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে পাঁচটি স্বর্ণ, আটটি রৌপ্য ও ১৭টি ব্রোঞ্জ পদক।

স্বর্ণ পদকপ্রাপ্তরা হলেন- বান্দরবান সদরের মাসিং নু মার্মা; বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ; কুমিলা নাঙ্গলকোটের মো. সামছুউদ্দিন (কালু); কিশোরগঞ্জ সদরের উপসহকারী কৃষি অফিসার ছাইদুন্নেছা এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর জার্মপাজম সেন্টার। রৌপ্য পদক প্রাপ্তরা হলেন: ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার, রংপুর সেনানিবাস মেজর জেনারেল মো. সালাহ্ উদ্দিন মিয়াজী, পিএসসি; ঝিনাইদহ কালীগঞ্জের মোছা. মর্জিনা বেগম; দিনাজপুর ফুলবাড়ীর ডা. মো. আনোয়ার হোসেন; খুলনা ডুমুরিয়ার মো. আবু হানিফ মোড়ল; চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি.; নাটোর সদরের আলহাজ্ব মো. সেলিম রেজা; চট্টগ্রাম বোয়ালখালীর মো. মোজাম্মেল হক এবং গাইবান্ধা পলাশবাড়ীর মো. আব্দুল গফুর। ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তরা হলেন: রংপুর পীরগঞ্জের বাঘের বাজার লাইভলি হুড ফিল্ড স্কুল; সাতক্ষীরা শ্যামনগরের মিসেস ফরিদা পারভীন; কুমিলা মুরাদনগরের ডা. মানবেন্দ্র নাথ সরকার; কুমিলা আদর্শ সদরের মনজুর হোসেন; পাবনা ঈশ্বরদীর আঁখি মনি কৃষিখামার; নওগাঁ সদরের মো. সালাহ্ উদ্দিন উজ্জ্বল; সাতক্ষীরা শ্যামনগরের মিসেস অল্পনা রানী মিস্ত্রী; যশোর কেশবপুরের মিসেস অঞ্জু সরকার; রংপুর সদরের ওহিদ শেখ; মৌলভীবাজার সদরের হুমায়ুন কবীর; নীলফামারী সদরের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রাজেন্দ্র নাথ রায়; ফেনী সদরের উপসহকারী কৃষি অফিসার মো. আজিজুল হক; ময়মনসিংহ ভালুকার ইন্তেখাবুল হামিদ; কুমিলা চৌদ্দগ্রামের উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার মো. জাহেদুল হক; রাঙ্গামাটি সদরের জ্যোতিসার মহাস্থবির; বগুড়া আদমদীঘির আলহাজ্ব বেলাল হোসেন সরদার এবং পাবনা ফরিদপুরের মো. হাফিজুর রহমান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (স্বর্ণ পদক) গ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: রফিকুল হক

কৃষি সচিব মহোদয়ের গাজীপুরে বিএআরআই এবং ব্রি পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের প্রথম পর্বে কৃষি সচিব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় করেন। বিএআরআইর বিভিন্ন কার্যক্রম, গবেষণার ফলাফল এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেন পরিচালক (গবেষণা) জালাল উদ্দিন। উপস্থাপনায় বিএআরআই উদ্ভাবিত ২০৬টি ফসলের ৪৪৩টি জাতের প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ৪৫২টি প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনসহ মোট ৮৯৫টি প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরেন। এ ছাড়াও ২০০৯-২০১৪ সন পর্যন্ত ২৩২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিএআরআইর অর্জন সম্পর্কে তুলে ধরেন। বিএআরআইর মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল জানান, বিএআরআইর এসব উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের ফলে এবং বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের কারণে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

দ্বিতীয় পর্বে কৃষি সচিব মহোদয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় ব্রির মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ব্রির পরিচিতি এবং ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে সচিব মহোদয়কে অবহিত করেন। কৃষি সচিব মো. ইউনুসুর রহমান বিএআরআই ও ব্রির বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বের তুলনায় আমাদের খাদ্য উৎপাদন অনেক গুণ বেড়ে গেছে। এ সাফল্যের পেছনে ডিএই, বিএআরআই ও ব্রির বিজ্ঞানীদের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা প্রচলিত কৃষি থেকে উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় পদার্পণ করেছি। উচ্চফলনশীল জাত থেকে হাইব্রিড জাতে এবং বর্তমানে আমরা কৌলিক কৃষি নিয়ে চিন্তা করছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি জমি হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি টেকসই কৃষি উন্নয়নের দিকে নজর দিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় চাষাবাদ এলাকা বাড়ানো এবং এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম বেগবান করার জন্য কৃষি সচিব উপস্থিত বিজ্ঞানীদের পরামর্শ দেন। মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সচিব জনাব মো. ইউনুসুর রহমান বারি ও ব্রি'র বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন

দেশে খাদ্য উৎপাদনে যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে - কৃষিমন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সদা সচেষ্ট থাকতে বলেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণের যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে সঠিক সময়ে লাগসই প্রযুক্তিগুলো কৃষকের মাঝে পৌঁছে দেয়ারও আহ্বান জানান। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ, ব্রি'র মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ জেড এম মমতাজুল করিম, ব্রি'র পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মো. শাহজাহান কবীর এবং ব্রি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. আনছার আলী।

কৃষি সচিব তার বক্তব্যে বলেন, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা ধরে রেখে খাদ্য রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে হবে। তিনি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরো সচেষ্ট হতে বলেন। নতুন নতুন জাত ও কলাকৌশল উদ্ভাবনের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তিনি সংশিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ব্রি'র মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে জানান, ব্রি এ পর্যন্ত ৭২টি উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে বেশক'টি প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল। এগুলো কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় হবে এবং সামগ্রিকভাবে ধানের উৎপাদন বাড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশেষজ্ঞ বক্তারা জানান, ব্রি গত ২০১৩-১৪ বছরে সাতটি উফশী ধানের জাতসহ বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছে। উ দ্ভাবিত এ জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে লবণাক্ততা সহনশীল বোরো জাত ব্রি ধান৬১ ও ব্রি ধান৬৭, জিঙ্ক সমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২ ও ব্রি ধান৬৪, ঐতিহ্যবাহী বালাম চালের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং সরু বালাম নামে পরিচিত জাত ব্রি ধান৬৩, সরাসরি বপনযোগ্য আগাম আউশ ধানের জাত ব্রি ধান৬৫, খরাসহনশীল ও উচ্চমাত্রার প্রোটিনসমৃদ্ধ বোরোজাত ব্রি ধান৬৬, বোরো মৌসুমের আদর্শ উফশীজাত ব্রি ধান৬৮ এবং কম খরচে আবাদযোগ্য উফশীজাত ব্রি ধান৬৯। বর্তমানে দেশের ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতের চাষাবাদ হয় এবং এ থেকে আসে দেশের মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ৯১ ভাগ।

অনুষ্ঠানে ব্রি, বারি, বিএআরসি, ডিএই, ইরিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। পাঁচ দিনব্যাপী কর্মশালায় গত একবছরে ব্রি'র ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সামনে উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদক : কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী রত্নেশ্বর সূত্রধর ,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত